কর্ম্ম নির্হারং মোক্ষমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ পরমেশ্বরে যো বা কর্ম্মার্পণং কুরুতে যো বা যষ্টব্যং সর্ব্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব তৎপূজনং কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা ন তু ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞানেন যো যজেৎ। পরমেশ্বরং পূজয়তি অতএব পূর্ব্ববৎ পৃথগ্‌ভাবঃ ভক্তেঃ পৃথক্ মোক্ষমেব পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। উত্তরস্যাপি তাৎপর্য্য কর্ম্ম নির্হার এব ভবেদিতি। উক্তঞ্চ—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীতি কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি, সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থমিতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্। তত্রত্যোদাহরণং যজেদিত্যুত্তরার্দ্ধমেব। 'অথ যস্যা এবোৎকর্ষজ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতা সা ভক্তিমাত্রকামত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চ-নাখ্যত্বেন সর্ব্বোর্দ্ধং পূর্ব্বমপ্যভিহিতা। তাম্যহ—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ২৩৪॥

অনন্তর কেবল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উদাহরণ দিতেছেন। তন্মধ্যে উপাসকের সঙ্কল্পগুণে সকামা এবং কৈবল্যকামার ধর্ম্মরূপে উপচার হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবল স্বরূপসিদ্ধাভক্তি সকামা বা কৈবল্যকামা নহে, কিন্তু উপাসকের হৃদয়ে অন্য কামনা থাকিলে, সেই উপাসকের কামনা আছে বলিয়া ভক্তি সকামা হয়েন এবং মোক্ষকামনা থাকিলে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও ভক্তিও কৈবল্যকামা নামে অভিহিত হয়। অতএব সকামাভক্তি তামসী এবং রাজসী ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে তমসী ভক্তির লক্ষণ শ্রীভগবান্ কপিলদেব ৩।৩৯ অধ্যায়ে নিজ জননীকে বলিয়াছেন—"হে মাতঃ! যে জন হিংসা গর্ব্ব পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়া কোপনস্বভাব এবং ভেদদৃষ্টিতে অর্থাৎ আপনার সুখ-দুঃখ যেমন প্রিয় এবং অপ্রিয়, সেই প্রকার সর্ব্বত্র দৃষ্টিশূন্য (সর্ব্বভূতে দয়াশূন্য) হইয়া যে জন আমাকে ভক্তি করে সেই জন তামস, অতএব তাহার ভক্তি তামসী। দ্বিতীয় রাজসী ভক্তির উদাহরণও শ্রীকপিলদেবই বলিয়াছেন—যে জন বিষয় যশ অথবা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া প্রতিমা প্রভৃতিতে আমাকে অর্চ্চন করে, সেই জন রাজস; কারণ তাহার আমা ভিন্ন অন্য বিষয়াদিতে চিত্তের আবেশ আছে, কিন্তু আমাতে চিত্তের আবেশ নাই ইটিই রাজসত্ত্বের প্রতি হেতু। অনন্তর বলিতেছেন—কৈবল্যকামা ভক্তি কিন্তু সাত্ত্বিকী। তাহার দৃষ্টান্ত যেমনভাবে শ্রীভগবান্ কপিলদেব ৩।৩০ অধ্যায়ে নিজ জননীকে বলিয়াছেন—"হে মাতঃ। যে জন কর্ম্ম-পরিহার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া অথবা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করে, কিংবা